বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

বাস্তবায়নেঃ ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সহযোগিতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১. ভূমিকা:

পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রায় ৫০-৭০ জন কৃষক বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ করে থাকে। এসব ফুলের মধ্যে গাঁদা, রজনীগন্ধা, গোলাপ অন্যতম। এসব ফুল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকে। চাষিদের উচ্চ মূল্যের ফুল চাষ করার কৌশল সম্পর্কে ধারনা কম এবং স্থানীয়ভাবে উচ্চমূল্যের ফুলের বীজ/চারা সরবরাহও কম। তাই ফুল চাষিদের সার্বিক সহযোগিতার ঘাটতি ও ফুলের দাম এবং দক্ষতা কম থাকায়, ফুল চাষের প্রতি আগ্রহ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। ফুল চাষিরা এই সেক্টর বাদ দিয়ে চা এবং অন্যান্য কৃষি খাতকে বেছে নিচ্ছে।

এই ফুল চাষকে বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাষিদের পারিবারিক আয় এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি, তাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং ফুল কেন্দ্রীক এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন- এই উদ্দেশ্যগুলোকে কেন্দ্র করে **ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশণ (ইএসডিও)** দাতা সংস্থা **পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)** এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় একটি পাইলট প্রকল্প "দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগীতা নির্ণয়' শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প" বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করে । মূলত দেশের উত্তরাঞ্চলের (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) শীতকালে সামগ্রিক শীতল পরিবেশ বিবেচনায় বিশেষ করে নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা ১৪ ডি.সে বিরাজ করে। টিউলিপ চাষের জন্য ৮-১৫ ডি.সে তাপমাত্রা খুবই উপযোগী এবং ফুল ফুটার জন্য ১১ ডি. সে এর নিচে হলে ভাল হয়। পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় উল্লিখিত তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় যা টিউলিপ চাষের জন্য খুবই সহায়ক।আর তাইতো ইএসডিও কর্তৃক এই টিউলিপ ফুল প্রথমবারের মতো চাষ হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দর্জিপাড়া ও শারিয়াল জোত গ্রামে।

বাস্তবায়িত এই পাইলট প্রকল্পের লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, প্রকল্পভুক্ত টিউলিপ বাগানে প্রায় ৯৫% ফুল ফুটেছিল এবং ফুলের রঙ, আকৃতি সবকিছুই নেদারল্যান্ডের টিউলিপ ফুলের মত। ২৫ থেকে ২৮ দিনের মাথায় ফুল ফোটার কথা থাকলেও তেঁতুলিয়ায় ২৩ দিনের মাথায় অর্থাৎ জানুয়ারির ২৩ তারিখে টিউলিপ ফোটা শুরু করেছিল এবং ফুল ফোটার ব্যাপ্তি ছিল ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ পর্যন্ত।

এই টিউলিপ ফুল মোট ৪০ শতাংশ জমিতে ৮ জন চাষী মোট ৪০০০০ বাল্ব রোপন করেছিলেন, যার মধ্যে মাত্র ৪২৪ টি গজিয়ে উঠেনি, বাকী সবগুলো গজিয়েছিল। অর্থনৈতিক ভাবে লাভবানের ক্ষেত্রে ,তারা এই টিউলিপকে কেন্দ্র করে মোট ৫২৬৩৬৯ টাকা আয় করেছেন যার মধ্যে ফুল বিক্রি করে ৩৪৪০০০ টাকা এবং পরিদর্শন থেকে ১৮২৩৬৯ টাকা। শুধু তাই নয়, টিউলিপ পর্যটকদের কাছে এক অন্য মাত্রা যুক্ত করেছে। স্থানীয় প্রশাসনসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ভাষ্য মতে, এই টিউলিপ ফুলকে ঘিরে পর্যটন শিল্প ও ফুল বাণিজ্যির ক্ষেত্রে দেশে এবং বিদেশে রয়েছে এক অপার সম্ভাবনা।
যদিও এই টিউলিপ ফুল চাষের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন- টিউলিপ ফুলের বাল্ব দেশে অপ্রতুল। বিদেশ থেকে বাল্ব/চারা সরবরাহ করতে হয়; চাষিদের ফুল চাষ সর্ম্পকে জ্ঞান কম এবং আরও দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন; ফুল সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ, বাছাইকরন ও প্যাকেজিং এর জন্য অবকাঠামোর ঘাটতি ইত্যাদি; তথাপি যদি এই প্রতিবন্ধকতাগুলি সরকার, দাতা সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও প্রাইভেট সেক্টরসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের যৌথ উদ্যোগে কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহন করা যায়, তাহলে এই টিউলিপ ফুল হতে পারে এই অঞ্চল তথা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি বড় বাণিজ্যি ক্ষেত্র, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে এক অনন্য মাত্রা এনে দিবে।

২. প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যেমন মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি (২৭২৭ মার্কিন ডলার), দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসাবে মধ্যবর্তী পরিবারের সংখ্যা (> ১৫ মিলিয়ন) বৃদ্ধি এবং সুস্থিত জিডিপি'র বৃদ্ধি, এদেশের মানুষের নান্দনিক ও শিল্পরুচিবোধের বিকাশের সাথে সাথে ফুল ক্রয়ের চাহিদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। ফুলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ১০৯ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার-এর বাণিজ্য হয়ে থাকে এবং বছরে প্রায় ১৫% হারে এ ব্যবসার বিকাশ[১] ঘটছে। শুধু ইউরোপে বছরে ফুল বিক্রি হয় ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৬.৯ ও জাপানে ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের ফুল বিক্রি হয়। বিশ্বের ফুল রপ্তানির ৬০ শতাংশ অধিকার করে আছে নেদারল্যান্ডস। ফুল ও ফুলজাত পণ্য রপ্তানি করে নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকা আয় করে। এছাড়াও বিশ্ববাজারে কোটি কোটি ডলারের ফুল রপ্তানির বাণিজ্য করে থাকে কেনিয়া, কলম্বিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ভারত, ইতালি, জার্মানি, ইসরায়েল, জিম্বাবুয়ে, ইকুয়েডর ও উগান্ডার মতো দেশগুলো।

ফুল উৎপাদনে এবং রপ্তানিতে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। এক রিপোর্টে দেখা গেছে, দেশে প্রায় ১২ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফুল চাষ হয়। ফুল বিক্রির জন্য ঢাকা শহরে প্রায় ৫০-৫৫টি স্থায়ী এবং ২০০-২৫০ টি অস্থায়ী দোকান রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ফুল বিদেশে রপ্তানি হয়।[২] বিশ্বে ফুলের বাণিজ্যে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র ০.৩% হলেও বাংলাদেশর মাটি, জলবায়ু এবং সার্বিক পরিবেশ অনুকূলে থাকায় প্রায় সব ধরনের ফুল চাষ বৃদ্ধি করার অপার সম্ভাবনাময় সুযোগ রয়েছে এই ক্ষেত্রটিতে।

টিউলিপ মূলত ইউরোপে খুবই পছন্দের একটি ফুল এবং এটিকে ইউরোপের ফুলের রাণী হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়।টিউলিপের প্রায় ১৫০ প্রজাতি এবং এদের অসংখ্য সংকর রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিডসহ টিউলিপের সকল প্রজাতিকেই সাধারণভাবে টিউলিপ নামে ডাকা হয়। টিউলিপ মূলত বর্ষজীবি ও শীতপ্রধান দেশের বসন্তকালীন ফুল হিসেবে পরিচিত। এটি মুকুল থেকে জন্মায়।টিউলিপ সাধারণ ১০-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চাষ করা হয়। সাধারণত বরফ প্রধান দেশসমূহে টিউলিপ ফুলের চাষ হয়। ইউরোপের দেশগুলোতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থাকায় সেসব দেশে টিউলিপের পর্যাপ্ত চাষ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক তাপমাত্রাকে বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, শীতকালে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা বিশেষ করে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার তাপমাত্রা ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকে এবং এমনকি কোন কোন বছর শৈতপ্রবাহ অত্র অঞ্চলে এক প্রকার দূর্যোগ হিসেবে প্রতিয়মান হয়। তাই ইউরোপের ন্যায় ঠান্ডা ও শীতল এই আবহাওয়া অঞ্চল ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলা টিউলিপ ফুল চাষের জন্য খুবই উপকারী এবং এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে দাতা সংস্থা পিকেএসএফ-এর সহায়তায় আরএমটিপি প্রকল্পটি পঞ্চগড় জেলার তেতুঁলিয়া উপজেলায় টিউলিপের ৬ প্রকার রঙের ফুল ফোটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়, যা দেশে বাণিজ্যিকভাবে এ ফুল চাষ করার জন্য এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়াও, বাংলাদেশের যশোর, ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী এবং নারায়নগঞ্জে যেভাবে প্রধান প্রধান ফুলের ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে, ঠিক একই ভাবে এই পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এলাকাকেও টিউলিপ ফুলের ক্লাস্টার হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে করে বাংলাদেশে যেমন দক্ষিণাঞ্চলে ফুল উৎপাদনের সাথে প্রায় ১৫,০০০-২০,০০০ জন কৃষক সরাসরি জড়িত এবং পরোক্ষভাবে আরো প্রায় ১৫০,০০০ লোক এ সাব- সেক্টরের সাথে জড়িত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে, ঠিক তেমনি এক বিরাট অংশকে এই টিউলিপ ফুল চাষের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। দেশে দিন দিন ফুলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রচলিত অন্যান্য ফসলের চেয়ে বেশী লাভজনক হওয়ায় ফুল চাষের জমির আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে জারবেরা ফুল বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং দেশেই এর টিস্যুকালচারের চারা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ও বিক্রি হচ্ছে। আশা করা যায় টিউলিপ ফুলও কাট ফ্লাওয়ার হিসাবে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চাষ করা হলে এটিও জারবেরা ফুলের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

[1] http://www.avcbd.com/pages/frontvaluenon.html
[2] http://bdurbanagriculture.blogspot.com/2013/03/netairoy18yahoo.html

৩. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের লক্ষ্য: টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের পারিবারিক আয় এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।
উদ্দেশ্য:

ক. তেতুঁলিয়া উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণ।
খ. টিউলিপ কেন্দ্রীক এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন।
গ. উৎপাদিত ফুলের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৪. প্রকল্পের সাধারণ তথ্য:

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নাম	ঃ	"দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগীতা নির্ণয়' শীর্ষক ভ্যালু চেইন পাইলট প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	৬ মাস
পিকেএফ-এর সাথে সংস্থার চুক্তি স্বাক্ষর	ঃ	১৭/০১/২০২২
প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর তারিখ	ঃ	১/১/২০২২
প্রকল্পের মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ	ঃ	৩০/০৬/২০২২
প্রকল্প কর্ম এলাকা	ঃ	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা	ঃ	৮ জন
মোট প্রাক্কলিত বাজেট	ঃ	৩৯,৫০,০০০/-
পিকেএসএফ হতে মঞ্জুরীকৃত অনুদান	ঃ	৩৯,৫০,০০০/-

৫. প্রকল্পের উদ্যোক্তা/সদস্য ও কর্ম এলাকা ও জমি সম্পর্কীত তথ্যাবলী:

ক্রঃ নং	কর্মএলাকা	প্রকল্পের উদ্যোক্তা/সদস্যর নাম	জমির পরিমান
১	দর্জিপাড়া, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	মোছাঃ মুক্তা পারভিন	৫ শতাংশ
২		মোছাঃ আনোয়ারা বেগম	৫ শতাংশ
৩		মোছাঃ সুমি আক্তার	৫ শতাংশ
৪	শারিয়ালজোত, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	মোছাঃ আয়েশা বেগম	৫ শতাংশ
৫		মোছঃ হোসনেয়ারা	৫ শতাংশ
৬		মোছাঃ মনোয়ারা	৫ শতাংশ
৭		মোছাঃ মোর্শেদা বেগম	৫ শতাংশ
৮		মোছাঃ সজেদা	৫ শতাংশ
		মোট:	**৪০ শতাংশ**

৬. টিউলিপ ফুল চাষের লাভজনকতা বিশ্লেষণ:

বাস্তবায়িত পাইলট প্রকল্প "দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগীতা নির্ণয়' শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প" এর লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, প্রকল্পভুক্ত টিউলিপ বাগানে প্রায় ৯৫% ফুল ফুটেছিল এবং ফুলের রঙ, আকৃতি সবকিছুই নেদারল্যান্ডের টিউলিপ ফুলের মত। ২৫ থেকে ২৮ দিনের মাথায় ফুল ফোটার কথা থাকলেও তেঁতুলিয়ায় ২৩ দিনের মাথায় অর্থাৎ জানুয়ারির ২৩ তারিখে টিউলিপ ফোটা শুরু করেছিল এবং ফুল ফোটার ব্যাপ্তি ছিল ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ পর্যন্ত। এই টিউলিপকে কেন্দ্র করে ৮ জন ফুল চাষি মোট ৫২৬৩৬৯ টাকা আয় করেছেন, যার মধ্যে ফুল বিক্রি করে ৩৪৪০০০ টাকা এবং পরিদর্শন থেকে ১৮২৩৬৯ টাকা।

৭. টিউলিপ ফুল চাষে তেঁতুলিয়া উপজেলার আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত:

দেশের উত্তরাঞ্চলের (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) জলবায়ু শীতল হওয়ায় টিউলিপ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে শীতকালীন সময়ে বিশেষ করে নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বিরাজ করে। টিউলিপ চাষের জন্য ৮-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা খুবই উপযোগী এবং ফুল ফুটার জন্য ১১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে হলে ভাল হয়। পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় উল্লিখিত তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় যা টিউলিপ চাষের জন্য সহায়ক। এবারের টিউলিপ চাষ খুবই উপযুক্ত সময়ে চাষ করা হয়েছে যার কারনে খুব অল্প সময়ে এটি তোলা সম্ভব হয়েছিল।

৮. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ:

কম্পোনেন্ট-১ ঃ **উদ্যোক্তা নির্বাচন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি**

১.১ আগ্রহী ও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এমন কৃষক নির্বাচন ও টিউলিপ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন

কম্পোনেন্ট-২ ঃ **বৈচিত্র্যময় নতুন পণ্য উৎপাদন ও বাজার উন্নয়ন (Product and Market Developmen)**

২.১: টিউলিপ ফুলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন
২.২ পাইকার এবং ফুল চাষিদের সাথে সাথে বিপণন বিষয়ক কর্মশালা
২.৩ টিউলিপ ফুলের মাঠ দিবস আয়োজন
২.৪ টিউলিপ ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
২.৫ ভূদৃশ্যায়ন (ষধহফংপধঢ়রহম)
২.৬ স্থানীয় পর্যায়ে ফুল সংগ্রহ/বাছাই/পাকেজিং এর স্থান (collection point) উন্নয়ন
২.৭ টিউলিপ উৎসব (Tulip festival) আয়োজন

কম্পোনেন্ট-৩: **মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ক্রস-কাটিং ইস্যু**

৩.১: কর্মকর্তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কম্পোনেন্ট-৪ ঃ **পলিসি ও প্র্যাকটিস**

৪.১ প্রকল্প এলাকার ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপাদন ও বিপণন সহজীকরণে দাদের নিজস্ব এসোসিয়েশন/সংগঠন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ
৪.২ স্থানীয়ভাবে পলিসি ডায়ালোগ

কম্পোনেন্ট-৫: **মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশান**

৫.১: প্রকল্পের প্রভাব, শিখন উপকরণ, ষান্মাসিক প্রত্রিকা ইত্যাদি তৈরি
৫.২: সাব-সেক্টর/উপ-প্রকল্পের চুড়ান্ত মূল্যায়ন

৯. বাংলাদেশে টিউলিপ ফুল চাষ এবং ট্যুরিজম শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা:

প্রতি বছর শীতকালে প্রায় ৫০ হাজার পর্যটক তেঁতুলিয়া ভ্রমণ করে থাকে। এখানে নদী হতে পাথর উত্তোলন, চা বাগান এবং হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য দেখতে পর্যটকরা আসেন। টিউলিপ ফুল শীতকালে ফোটে এবং এ ফুল দেখার জন্য বহু দূর হতে প্রকল্প এলাকার প্রদর্শনী প্লটে টিউলিপ ফুল দেখতে এসেছেন।প্রকল্পের তথ্যমতে, এই ৩০ দিনের টিউলিপ চাষকালীন সময়ে প্রায় ১০,২১৪ জন দর্শণার্থী এসেছেন তেতুলিয়া উপজেলার দর্জিপাড়া ও শারিয়াল জোত গ্রামে টিউলিপ ফুল দেখতে। সুতরাং তেঁতুলিয়ায় টিউলিপ চাষ করে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধাদি যেমন-টয়লেট, পানিয় জল, বসার ব্যবস্থা, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফির সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা গেলে বহু পর্যটক টিউলিপ ফুলের অপার রঙিন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে আসবেন বলে আশা করা যায়। আরো অধিক সংখ্যক কৃষক টিউলিপ চাষ করে মাঠে টিউলিপ দ্বারা দেশের

ম্যাপসহ বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ছবি ফুটিয়ে বিশেষত বঙ্গবন্ধুর ছবি ফুটিয়ে তুলে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে।এই ঠান্ডা ও শীতল আবহাওয়ার

পাশাপাশি শীতের আমেজ উপভোগ্য এবং ইউরোপের ন্যায় মাঠের পর মাঠ টিউলিপ ফুলের মোহনীয় সৌন্দর্য অবগাহন করা জন্য পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলা এক বিরাট পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিয়মান হতে পারে।

১০. টিউলিপ বাজারতাজকরণঃ

প্রস্তাবিত টিউলিপ ফুল "লিলিয়েসী পরিবার"ভূক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফুল। এটি আন্তর্জাতিক ফুল বাণিজ্যে কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে উল্লেখযোগ্য ১০ টি ফুলের মধ্যে অন্যতম। কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে বেশী দিন ফুলদানিতে সতেজ রাখতে লিলির জুড়ি নেই। নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর প্রায় ২ বিলিয়ন টিউলিপ ফুল রপ্তানি করে। ২০২০ সালে শুধুমাত্র টিউলিপ বাল্ব রপ্তানি করে আয় করে ২২০ মিলিয়ন ইউরো। প্রতি বছর মার্চ- মে মাস পর্যন্ত ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার বিক্রি হয়। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ১০৯ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার-এর বাণিজ্য হয়ে থাকে এবং বছরে প্রায় ১৫% হারে এ ব্যবসার বিকাশ[৩] ঘটছে। শুধু ইউরোপে বছরে ফুল বিক্রি হয় ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৬.৯ ও জাপানে ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের ফুল বিক্রি হয়। বিশ্বের ফুল রপ্তানির ৬০ শতাংশ অধিকার করে আছে নেদারল্যান্ডস। ফুল ও ফুলজাত পণ্য রপ্তানি করে নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকা আয় করে।

এক রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে ফুল বিক্রির জন্য ঢাকা শহরে প্রায় ৫০-৫৫টি স্থায়ী এবং ২০০-২৫০ টি অস্থায়ী দোকান রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ফুল বিদেশে রপ্তানি হয়।[৪] দেশের মধ্যে ঢাকার ফুলের বাজারটি টিউলিপের জন্য খুবই ভাল হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। পাশাপাশি যেহুতু টিউলিপ ফুলটি যুবদের কাছে বিশেষ দিন হিসেবে বিবেচিত "ভ্যালেনটাইন ডে" এবং পলেহা ফাগুন উৎসব এ তোলা সম্ভব হয়েছিল যার ফলে শুধুমাত্র ঢাকাতে নয় বিভাগীয়, জেলা এবং এমনকি উপজেলা শহরেও এই টিউলিপ ফুলের একটি ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই দেশের অভ্যন্তরে টিউলিপ ফুল একটি খুবই জনপ্রিয় এবং পরিচিত সবার কাছে কাঙ্খিত ফুল মনে হয়েছে । এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেশীয় বাজারেও টিউলিপ ফুলের এক বিরাট সম্ভাবনাময় বাজার আছে। আর বহিঃবিশ্বে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের সাথে পলিসি পর্যায়ে যোগাযোগ ও প্রচুর পরিমানের গুনগত মানের টিউলিপ ফুল চাষের মাধ্যমে এটি সহজেই করা সম্ভব।

[3] http://www.avcbd.com/pages/frontvaluenon.html
[4] http://bdurbanagriculture.blogspot.com/2013/03/netairoy18yahoo.html

ঢাকার বাজারে টিউলিপ

ইএসডিও'র সহযোগীতায় ঢাকা ফুল বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি, সহ সভাপতি এবং সেক্রেটারির মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ ঢাকার বাজারে ফুল বিক্রি করেছেন।

১১. বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষ সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয়:

চ্যালেঞ্জসমূহ	প্রস্তাবনাসূমহ বা করণীয়
১. টিউলিপ ফুলের বাল্ব দেশে অপ্রতুল। বিদেশ থেকে বাল্ব/চারা সরবরাহ করতে হয়। খুব সাধারন কিছু ফুল যেমন-গাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা ইত্যাদির চারা/বীজ সরবরাহকারী রয়েছে।	বাল্ব উৎপাদনের জন্য একটি গবেষণা করা যেতে পারে যেন এটি বাংলাদেশের সামগ্রিক দিক বিবেচনায় চাষযোগ্য হতে পারে।
২. ফুল চাষিরা টিউলিপ ফুলসহ অন্যান্য ফুল যেমন জারবেরা, লিলিয়াম, গ্লাডিওলাস চাষকৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারনা কম।	পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এইসব ফুল চাষীদের দক্ষতা উন্নতি করা যেতে পারে যেন তারা সাধারণ ফুলের বাইরেও বিদেশি ফুল চাষে আরও বেশি আগ্রহী ও দক্ষ হয়।
৩. ফুলের উন্নতমানের প্যাকেজিং না থাকায় ফুল ব্যবসায়ীরা দূরবর্তী বাজারে বিশেষ করে ঢাকায় ফুল সরবরাহ করেত পারে না।	ক্লাষ্টার ভিত্তিক প্যাকেজিং করার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা তাদের এই বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষন এর আয়োজন করা যায়।
৪. উচ্চ মূল্যের ফুল চাষে প্রারম্ভিক পর্যায়ে অধিক বিনিয়োগ করতে হয়। চাষিরা উচ্চ মূল্যের ফুল চাষ করার কারিগরী কৌশল না জানায় তারা সেসব ফুল চাষের জন্য বড় ধরনের ঋণ গ্রহণ করে না।	তৃণমূল পর্যায়ে এই বিষয়ে আরও বেশি আগ্রহ তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত সভা, সেমিনার বা কর্মশালার আয়োজন করা, প্রয়োজন বোধে একসপ্রোজার ভিজিট এর আয়োজন করা যেতে পারে।
৫. ফুল সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ, বাছাইকরন ও প্যাকেজিং এর জন্য কালেকশন সেন্টারের ঘাটতি	এই বিষয়ে প্রাথমিক অবস্থায় দাতা সংস্থা কর্তৃক সেন্টারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেন তার আরও বেশি ফুল চাষে আগ্রহী ও সুসংগঠিত হয়।
৬. স্থানীয়ভাবে ফুল চাষের জন্য ত্রিপল, পলিথিন, নেট ইত্যাদির সরবরাহ কম	এইসব সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে অথবা দলীয়ভাবে ফুল চাষীরা এইসব সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারে।

১২. প্রিন্ট এন্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া কাভারেজ

টেলিভিশন টকশো ঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারী"২০২২ তারিখ বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কৃষাণী পর্যায়ে টিউলিপ ফুলের আগামি সম্ভাবনা নিয়ে NEXUS tv সরাসরি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) 'র সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব ড. আকন্দ মো: রফিকুল ইসলাম, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং সংস্থার উন্নয়কর্মী মো: আইনুল হক ও কৃষাণী মোছা: সাজেদা বেগম।

কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান "মাটি ও মানুষ"ঃ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এবং বিটিভি ওয়ান্ডে, জনাব দেওয়ান সিরাজ এর উপস্থাপনায় কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান "মাটি ও মানুষ" এর ধারাবাহিক পর্বে পিকেএসএফ"র অর্থায়নে ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষাণী পর্যায়ে টিউলিপ চাষ প্রকল্পের প্রামান্যচিত্র প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় গত ২২ ফেব্রুয়ারী"২০২২, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে।

১৩. কৃষাণীদের সাথে মতবিনিময় সভা

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)"র আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত তেঁতুলিয়ায় টিউলিপ কৃষাণীদের সাথে মতবিনিময় করলেন সরকারের সোস্যাল এনভয় অফ দ্যা ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম প্রেসিডেন্সি, বাংলাদেশ স্কাউটস'র সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মূখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ। সভায় মুখ্য সচিব বক্তব্যে বলেন, দেশের ত্রি-সীমান্ত বেষ্টিত শারিয়াল-দর্জিপাড়া এখন টিউলিপ গ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি শুনেছি প্রচুর পরিমান পর্যটক এই টিউলিপ বাগান দেখতে আসছেন। ইএসডিও'র এ উদ্যোগে প্রান্তিক চাষীরা যেমন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ খুঁজে পেয়েছে তেমনি গ্রামীণ পর্যটনে তৈরি করেছে নতুনমাত্রা, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভুমিকা রাখছে। এসময় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক মোঃ জহুরুল ইসলাম, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো.শামীম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোহাগ চন্দ্র সাহা, ইএসডিও'র পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জাহাঙ্গীর আলমসহ অনেকে।

১৪. এক নজরে টিউলিপ ফুল চাষে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- তেঁতুলিয়ার মাটিতে শতভাগ ফুলের বাল্ব হতে ফুল ফোটানো সম্ভব হয়েছে।
- নতুন এই ফুল চাষ করে নারী উদ্যোক্তাগন ভীষনভাবে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছে।
- দেশে ৮ জন নারী কৃষাণী টিউলিপ চাষ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যা ইকো ট্যুরিজোম এর ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
- দেশের প্রায় সকল প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় কৃষাণীদের সফলতার গল্প ফলাও করে প্রচার করেছেন।
- দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এই টিউলিপ বাগান পরিদর্শন করেছেন এবং কৃষাণীদের উৎপাদিত ফুল গ্রহণ করেছেন।
- সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগন টিউলিপ ফুল ঢাকার বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ইতোমধ্যে ৪৩০০ টি ফুল ৮০ টাকা দরে মোট ৩৪৪০০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে
- বাগানে আগত দর্শনার্থীদের প্রবেশ মূল্যের মাধ্যমেও বাড়তি আয় করতে পেরেছেন।
- ইকো ট্যুরিজোম এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ট্যুরিজোম এর নতুন সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।
- হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টিউলিব ফুল চাষের দক্ষতা অর্জন করে বাংলাদেশে কৃষানী পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের নতুন সম্ভাবনা উম্মোচিত হয়েছে যা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভুমিকা রাখবে।

১৫. ছবিতে টিউলিপ ফুলের বিভিন্ন পর্যায়ের সামগ্রিক চিত্র (বাম থেকে ডান দিক)

মাঠ পর্যায়ে IFAD, PKSF & ESDO উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ: টিউলিপ ফুল চাষের প্রাক-প্রস্তুতি

ইএসডিও কর্তৃক কিষান-কিষাণী পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের সদস্য নির্বাচন

টিউলিপ ফুল চাষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী সভা: ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক পরিচালক (প্রশাসন), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশে নারী পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুলচাষী সেনারা বেগম।

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ বীজ বপন করাচ্ছেন ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন জনাব সেলিনা আখতার (৩১ ডিসেম্বর ২০২১), তাপমাত্রা ১৭° সেলসিয়াস

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার শারিয়াল জোত গ্রামে ইএসডিও'র উদ্যোগে টিউলিপ ফুল চাষের ৪০ শতাংশ টিউলিপ ফুলের বীজ বপন চলছে (২রা জানুয়ারি ২০২২) তাপমাত্রা ১৭° সেলসিয়াস

টিউলিপ ফুল চাষের নবম দিন। অঙ্কুরোদগম শেষে তেঁতুলিয়ার মাটিতে টিউলিপ চারার উত্থানিত উল্লাস। (৯ জানুয়ারি, ২০২২) তাপমাত্রা ১৪° সেলসিয়াস

টিউলিপ ফুল চাষের পনের তম দিন। সবার প্রত্যাশা পূরণে দ্রুত বেড়ে উঠছে টিউলিপ চারা (১৫ জানুয়ারি, ২০২২) তাপমাত্রা ১৬° সেলসিয়াস

আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে! টিউলিপ বীজ বপনের ১৯ দিনের মাথায় এসে যেন কুঁড়ি-সম্ভাবনাকে ছড়িয়ে দিল সর্বত্র (১৯ জানুয়ারি, ২০২২) তাপমাত্রা ১৩° সেলসিয়াস

২৩ জানুয়ারি, ২০২২। তাপমাত্রা ১৩° সেলসিয়াস। বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের ঐতিহাসিক দিন। মাত্র কুড়ি দিনের মাথায় কুঁড়ি থেকে প্রস্ফুটিত হলো টিউলিপ

বয়স যখন ২৭ দিন। ২৭ জানুয়ারি ২০২২। অপূর্ব সৌন্দর্যে- নানা রঙে সৌরভ ছড়ালো বাংলাদেশে টিউলিপের রাজধানী শারিয়ালজোত ও দর্জিপাড়া গ্রামে। তাপমাত্রা ১৪° সেলসিয়াস

১৬. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের টিউলিপ ফুল পরিদর্শন

পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব ড. আকন্দ মো: রফিকুল ইসলাম, মো: রাফিজুল ইসলাম মন্ডল, সেক্টর ভ্যালুচেইন স্পেশালিষ্ট, কাজী আবুল হাসনাত, উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এবং ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান পরিদর্শন করেন।

পঞ্চগড় জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে সাথে নিয়ে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে ইএসডিও আরএমটিপি"র আওতায় বাস্তবায়িত টিউলিপ ফুল চাষ প্রকল্প পরিদর্শন করলেন জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ভুঞা, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর। পরিদর্শনকালীন সময়ে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন(ইএসডিও) এবং পিকেএসএফ কে তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ জানান।

১৭. উপসংহার:

টিউলিপ ফুল সত্যিই একটি আর্কষনীয় ফুল এবং এই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে বানিজ্যিকভাবে চাষ করার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায়, এটি খুবই লাভজনক এবং খুব অল্পসময়ের মধ্যে ফুল তোলা সম্ভব বলে এর সম্ভাবনা অনেক। সামনে এর আরও বেশি চাষ বাড়ানোর জন্য বাল্ব সংরক্ষনের উপর কৃষি গবেষণা করা প্রয়োজন এবং কিভাবে এটিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তসহ বিদেশে রপ্তানীর জন্য কৌশল নির্ধারণ ও পদক্ষেপ নেওয়া যায়-সেই বিষয়ে জোড়ালো উদ্যোগ গ্রহন আবশ্যকীয়। উত্তরবঙ্গের এই হিমশীতল আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে এই টিউলিপ ফুল চাষ বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং অর্থনীতি প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ইএসডিওকে এই রকম ব্যতিক্রমী উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত ও বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দাতা সংস্থা পিকেএসএফ কে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

ঠাকুরগাঁও অফিস ঃ
কলেজপাড়া, (গোবিন্দনগর) ঠাকুরগাঁও-৫১০০
০৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, ০৮৮-০৫৬১-৫১৫৯৯
০৮৮-০১৭৪-০৬৩৩৬০, ০১৭১৩-১৪৯৩৫০
esdobangladesh@hotmail.com

ঢাকা অফিস ঃ
ইএসডিও হাউজ, প্লট নং-৭৪৮, রোড নং-৮
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
০৮৮-০২-৫৪১৫৪৮৫৭, ০১৭১৩-১৪৯২৫৯

www.esdo.net.bd